[২০১৯] ১৩ এস. সি. আর. ১১৩৬
ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা
বনাম
গান্ধীবা বেহেরা
(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৮৪৯৭)
নভেম্বর ০৮,২০১৯
[রঞ্জন গোগোই, ভারতের প্রধান বিচারপতি, দীপাক গুপ্তা এবং অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতিদ্বয়]

পরিষেবা / কৃত্যক আইনঃ

কেন্দ্রীয় দেওয়ানীসার্ভিসেস (পেনশন) বিধিমালা, ১৯৭২: পেনশন – চাকরির যোগ্যতার বছর – হিসাব – ডাক বিভাগের কর্মচারীরা গ্রামীণ ডাক সেবক (জিডিএস) হিসেবে উক্ত বিভাগে বিধিিত পদে নির্বাচিত হওয়ার পর যে পরিষেবা প্রদান করেন – পেনশন পাওয়ার জন্য তাদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য গণনা – স্থির করা হয়েছে: জিডিএস বা অন্যান্যরা অতিরিক্ত বিভাগীয় এজেন্ট হিসেবে উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবা পেনশন প্রদানের জন্য ডাক বিভাগের অধীনে বিধিিত পদে তাদের যোগ্যতার পরিষেবা গণনা করার জন্য বিবেচনা করা যাবে না – তথ্য অনুসারে, উত্তরদাতাদের ১০ বছরের যোগ্যতার সময়সীমা অতিক্রম করার কারণে পেনশনের জন্য যোগ্য বলে মনে করা হয়নি – কর্মচারীদের যদি অযথা কষ্ট দেওয়া হয় তবে পেনশন প্রদানের জন্য সহানুভূতিশীল বিবেচনার যোগ্য – ১৯৭২ সালের বিধি অনুসারে যোগ্যতার বাধ্যতামূলক পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা শিথিল করার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ তাদের মামলা বিবেচনা করবে – যদি উত্তরদাতাপেনশন আদেশ জারি করা হয়, তবে তা বিঘ্নিত করা হবে না – অন্যান্যরা উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে, যাদের পেনশনের জন্য কোনও আদেশ জারি করা হয়নি, বিভাগ তাদের মামলা বিবেচনা করবে – গ্রামীণ ডাক সেবক (আচরণ এবং ব্যস্ততা) বিধি, ২০১১।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

আদেশঃ ১.১) উত্তরদাতাদের কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে ধরে রাখা যায় না। উক্ত শ্রেণীর কর্মচারী, অর্থাৎ কাজ-ভাড়া করা কর্মচারীরা নির্দিষ্ট কাজের বিরুদ্ধে নিযুক্ত থাকে এবং তাদের বেতন ও ভাতা এই কাজের জন্য প্রযোজ্য। তবে জি. ডি. এস-গ্রামীণ ডাক সেবক হিসাবে উত্তরদাতাদের কাজের সুযোগ ছিল আংশিক সময়ের। তাদের অন্যান্যরা পেশায় নিয়োজিত থাকার স্বাধীনতা ছিল, যদিও তারা যে কাজে জড়িত ছিল তাতে স্থায়ীত্বের একটি উপাদান ছিল।

দেওয়ানীপদে জি. ডি. এস.-এ হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার বিষয়টি বোঝায় যে, তাদের পুরো সময়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত পরিষেবাকে জি. ডি. এস-এর ক্ষমতায় প্রদত্ত পরিষেবার সম্প্রসারণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। পরবর্তী পরিষেবাটি বিভিন্ন কর্মসংস্থান বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন পরিষেবা বিধি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। বিধিিত পদে কোনও কর্মচারীর নির্বাচনও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করতে বিলম্বের কারণে পূর্ব-তারিখ করা যায় না। সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টগুলি, যাদের রায় এই আদালতে আপিলের অধীনে রয়েছে, তারা একইভাবে জি. ডি. এস-এর পক্ষে রায় দিয়েছে যারা পরবর্তীকালে ডাক বিভাগের বিধিিত কর্মচারী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল।মূল আপীলকারীদের সি পেনশনের জন্য যোগ্য বলে মনে করা হয়নি কারণ তাদের পরিষেবাগুলি যোগ্যতার সময়ের চেয়ে কম ছিল। আপিলের বিষয় হওয়া রায়গুলিতে এই বিষয়ে হাইকোর্টের মতামত গ্রহণ করা যায় না। কোনও নির্দিষ্ট পদে কোনও কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ কোনও নির্দিষ্ট আইনি বিধানের অভাবে কৃত্রিমভাবে বাড়ানো যায় না। [অনুচ্ছেদ ১৫] [১১৪৯-জি-এইচ; ১১৫০-এ-সি]

১.২)উত্তরদাতাদের যোগ্যতার পরিষেবার প্রয়োজনীয়তার শূন্যতা পূরণের জন্য জি. ডি. এস হিসাবে প্রদত্ত পরিষেবার সময়কাল গণনার বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও বিধি বা এমনকি প্রশাসনিক প্রজ্ঞাপন নেই। উত্তরদাতারা কেবলমাত্র ১৯৯ সালের প্রজ্ঞাপনের উপর জোর দিয়েছিলেন যা ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম নিবন্ধক এবং অতিরিক্ত ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছিল। যেহেতু জি. ডি. এস পদটি পূর্ণ-সময়ের চাকরি গঠন করে না, তাই উক্ত প্রজ্ঞাপনের সুবিধাগুলি উত্তরদাতাদের সাহায্য করতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ১৬] [১১৫০-ডি-ই]

১.৩)এটি ছিল উত্তরদাতাদের মামলা যে ১৯৭২ সালের বিধিমালার ৪৯ (৩) ধারার অধীনে, যদি তারা বিধিিত চাকরিতে ৯ বছর এবং ৩ মাসের বেশি সময় ধরে কাজ করে থাকে, তবে তারা যোগ্যতার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সময়কাল গণনা করার অধিকারী হবে। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে যদি এক বছরের মধ্যে কোনও কর্মচারী ছয় মাসের বেশি সময় ধরে কাজ করে থাকেন, তবে মোট কর্মসংস্থানের মেয়াদ 'দুটি জি কিস্তিতে এক অর্ধ বছরের দ্বিগুণ হিসাবে গণনা করা উচিত এবং এক বছর চাকরিতে যুক্ত করা উচিত। তবে, উক্ত বিধি ের সরল পাঠে, এই ধরণের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না বিধিটি এক বছরের ভগ্নাংশে ৩ মাসের বেশি চাকরির ক্ষেত্রে এককালীন সুবিধা বিবেচনা করে। [অনুচ্ছেদ ১৭] [১১৫১-বি-সি]

১.৪)১৯৭২ সালের বিধিমালার ধারা ৮৮ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা বিভাগকে উক্ত বিধিমালার অধীনে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অযৌক্তিক কষ্ট রোধ করার জন্য যে কোনও বিধিের কার্যকারিতা শিথিল করার ক্ষমতা দেয় যদিও তা কার্যনির্বাহীর ক্ষেত্রে আসে। আপীলকারীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এই ধরনের শিথিল করার ক্ষমতা প্রান্তিক শর্টফের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় 'যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরিতে, যা একটি অন্তহীন অনুশীলন গঠন করবে।[অনুচ্ছেদ ১৮] [১১৫১-ডি- জি]

১.৫) যোগ্যতাসম্পন্ন পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বিধিগুলির বিধানগুলি বিবেচনা করে, জি. ডি. এস বা অন্যান্যরা অতিরিক্ত-বিভাগীয় এজেন্ট হিসাবে উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাগুলি পেনশন মঞ্জুরের প্রশ্নের ভিত্তিতে ডাক বিভাগের অধীনে বিধিিত পদে তাদের যোগ্যতা পরিষেবাগুলি গণনা করার জন্য ফ্যাক্টর করা যায় না। তবে দেখা গেছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেকেই তাদের বিধিিত পরিষেবার মেয়াদে সামান্য ঘাটতির কারণে পেনশন হারাচ্ছেন। এটি পেনশন মঞ্জুরের জন্য সহানুভূতিশীল বিবেচনার যোগ্য হওয়া উচিত। তবে এই আদালত তার ক্ষমতা বা এখতিয়ারের সন্ধান করতে পারে না এমন কোনও আইনি নীতি যা তাদের চাকরির মেয়াদে, জি. ডি. এস বা তার রূপ হিসাবে প্রদত্ত কাজের সময়কাল আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করার অনুমতি দিতে পারে।এর পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলের অধীনে রায়গুলি টেকসই হতে পারে না। আইনের অধীনে এমন কোনও বিধান নেই যার ভিত্তিতে জি. ডি. এস হিসাবে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত পরিষেবার কোনও সময়কাল পেনশন মঞ্জুরের প্রশ্নের ভিত্তিতে যোগ্যতার পরিষেবার সময়কাল পূরণের উদ্দেশ্যে ডাক বিভাগে তাদের বিধিিত মেয়াদে যুক্ত করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১৯,২০] [১১৫১-জি-এইচ; ১১৫২-এ-ডি]

১.৬) কর্তৃপক্ষকে তাদের মামলাগুলি বিবেচনা করতে হবে "১৯৭২ সালের বিধিমালা অনুযায়ী যোগ্যতার বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা শিথিল করার ক্ষমতা মুক্ত করার জন্য যদি তারা ৮৮ নং বিধিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তগুলি এই মামলাগুলির যে কোনও একটিতে পূরণ করে বলে মনে করে। আপীলকারীদের অবস্থান কেবল এই কারণে গ্রহণ করা যাবে না যে এই অনুশীলনটি দীর্ঘায়িত হবে, ৮৮ নং বিধির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। উক্ত বিধিমালা নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, এবং যদি বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর জন্য অযৌক্তিক বিলম্ব ঘটে থাকে, তবে তাদের সমস্ত মামলাগুলি বিবেচনা করা উচিত।যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা ডাক বিভাগ ইতিমধ্যেই কোনও উত্তরদাতাকে পেনশনের জন্য কোনও আদেশ জারি করে থাকে, তাহলে ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম নিবন্ধক এবং অতিরিক্ত মামলায়

এই আদালত কর্তৃক গৃহীত নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে এই পেনশন ব্যাহত করা উচিত নয়।অন্যান্যরা উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে, যাদের পেনশনের জন্য কোনও আদেশ জারি করা হয়নি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বিবেচনা করতে পারে যে ন্যূনতম যোগ্যতা ১৯৭২ সালের বিধির ৮৮ নম্বর বিধির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ক্ষেত্রে পরিষেবা বিধি শিথিল করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২১] ১১৫২-ই-এফ; ১১৫৩-এ]

ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা বনাম নিবন্ধক ও আরেকজন ২০১৫ সালের দেওয়ানী আপিল নম্বর ১৩৬৭৫-১৩৬৭৬-এর উপর নির্ভরশীল।

ডি. এস. নাকাড়া ও অন্যান্যরা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৮৩) ১ এস. সি. সি. ৩০৫: [১৯৮৩] ২ এস. সি. আর. ১৬৫-বিশিষ্ট।

সুপারিনটেনডেন্ট অফ পোস্ট অফিসেস এবং অন্যান্যরা বনাম পি. কে. রাজাম্মা (১৯৭৭) ৩ এস. সি. সি ৯৪: [১৯৭৭] ৩ এস. সি. আর ৬৭৮; চের রাম বনাম জিত সিং (২০০৮) ১৪ এস. সি. সি ৪২৭: [২০০৮] ১৪ এস. সি. আর ১১২৪; হাবিব খান বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০১৮) ১ এস. এল. আর ৭২৪ (এস. সি)-প্রয়োগযোগ্য নয়।

পঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড এবং আরেকজন বনাম নাকারা সিং এবং আরেকজন (২০১০) ৪ এস. সি. সি ৩১৭: [২০১০] ৩ এস. সি. আর ২৭; ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম দত্তপ্পা ডব্লিউ. পি. নং ৮১৬৯৯/২০১১-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[১৯৭৭] ৩ এস. সি. আর. ৬৭৮	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০০৮] ১৪ এস. সি. আর. ১১২৪	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১৫
[১৯৮৩] ২ এস. সি. আর. ১৬৫	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১৫
(২০১৮) ১ এস. এল. আর. ৭২৪ (এস. সি)	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১০] ৩ এস. সি. আর. ২৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৮৪৯৭।

২০১১ সালের রিট পিটিশন (সি) নং ২৮৯০৫-এ কটকের ওড়িশা হাইকোর্টের ০৩.০১.২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

সঙ্গে

দেওয়ানী আপিল নং ৮৯৭৯, ৯৮৮৬, ২০১৪, ৮৬৭৪, ২৮২৫, ৫০০৮,৮৩৭৯, ১০৩৫৫, ১০৮০১, ২০১৬, ১৫৮০-১৫৮১, ১০৯-১১০, ৯৫১৮-৯৫২০, ২০১৭,৮৪৯৮, ৮৪৯৯, ৮৫০০, ৮৫০১, ২০১৯, এস.এল.পি.(সি) নং ১৬৬১৫/২০১৮, ৩৩৯২, ২০১৯,

এস.এল.পি.(সি) নং ২০৫৫৭-২০৫৫৮/২০১৫, এস.এল.পি.(সি) নং ১৩৪৬৪/২০১৮, এস.এল.পি.(সি) নং নং ১৮০০৭/২০১৯।

এএনএস নাডকর্ণী, এএসজি, শ্রীমতী কিরণ সুরি, প্রবীণ আইনজীবী ., শঙ্কর ডিভেট, মেরু সাগর সামন্তরে, জয় দেহাদরাই, শ্রীমতী অনিল কাটিয়ার, শেখর দ্বিবেদী, টি. এ. খান, গুরমিত সিং মক্কের, অরবিন্দ কুমার শর্মা, মুকেশ কে. গিরি, জিতেন্দ্র মোহাপাত্রা, কেদার নাথ ত্রিপাঠি, শ্রীমতী রীনা আও, সন্দীপ কালিয়া, শ্রীলোক নাথ রথ, অভিষেক আনন্দ রাই, ডাঃ সুশীল বালওয়াদা, সঞ্জয় কুমার বিসেন, শ্রীমতী কে. সারদা দেবী, আর. বিজয় নন্দন রাড্ডি, অমরজিৎ সিং ধেমান, এস. আর. সেতিয়া, জয়দীপ মুখার্জি, শ্রীমতী সীমা কাশ্যপ, পি. আর. কোভিল, শ্রীমতী গীতা কোভিল, শ্রীমতী লক্ষ্মী নাথ ত্রিপাঠি, শ্রীমতী রীনা আও, সন্দীপ কালিয়া, শ্রীলোক নাথ রথ, অভিষেক আনন্দ রাই, ডাঃ সুশীল বালওয়াদা, সঞ্জয় কুমার বিসেন, শ্রীমতী কে. সারদা দেবী, আর. বিজয় নন্দন রাড্ডি, অমরজিৎ সিং ধেমান, এস. আর. সেতিয়া, জয়দীপ মুখার্জি, শ্রীমতী সীমা কাশ্যপ, পি. আর. কোভিল, শ্রীমতী গীতা কোভিল, শ্রীমতী বিজয় গুপ্তা, শ্রীমতী বিজয় গুপ্তা,ইন্দিরা, শ্রীমতি রঙ্গোলি শেঠ, অশ্বিনী কুমার, বেনো বেনসিগার, পারিজাত কিশোর, পুনিত কুমার সাক্সেনা, কমলকান্ত ত্রিপাঠি, রামেশ্বর প্রসাদ গোয়েল, বেদান্ত সিং, মিশেল গোমেস, নিকলেশ রামচন্দ্রন, আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

অনিরুদ্ধ, বিচারপতি

১)নথি থেকে জানা যায় যে এস.এল.পি.(সি) ডায়েরি নং.১৩৪৬৪/২০১৮, এস.এল.পি.(সি) নং.১৬৬১৫/২০১৮, এস.এল.পি.(সি) নং.৩৩৯২/২০১৯ এবং এস.এল.পি.(সি) ডায়েরি নং.১৮০০৭/২০১৯-এ পরিষেবা সম্পূর্ণ নয়। অতএব, এই বিষয়গুলিকে আপিলের এই ব্যাচ থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। পরিষেবা শেষ হওয়ার পর এই বিষয়গুলি যথাযথ বেঞ্চের সামনে উপস্থাপন করা হোক।

২)বিলম্ব মওকুফ এবং অনুমতি ২০১৫ সালের এস.এল.পি.(সি) সি.সি.নং ২০৫৫৭-২০৫৫৮ এবং ২০১৮ সালের এস.এল.পি.(সি) নং ৩২৮৮১ অনুসারে মঞ্জুর করা হয়েছে।

আপিল করার জন্য বিশেষ অনুমতির জন্য বাকি আবেদনেও অনুমতি দেওয়া হয়।

৩)কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন বেঞ্চের সিদ্ধান্ত এবং তারপরে আইনের একটি সাধারণ প্রশ্নের উপর হাইকোর্টের রায় থেকে এই সমস্ত আপিল এই আদালতে পৌঁছেছে। এই আপিলগুলির মধ্যে বিরোধটি হল গ্রামীণ ডাক সেবক (জি. ডি. এস) হিসাবে ডাক বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাগুলি গণনা করা উচিত কিনা বা না উক্ত বিভাগে বিধিিত পদে নির্বাচিত হওয়ার পরে তাদের পেনশনের যোগ্যতার পরিষেবা গণনার উদ্দেশ্যে।

সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট, যাদের রায় আমাদের কাছে আপিলের অধীনে রয়েছে, তারা একইভাবে জিডিএসদের পক্ষে রায় দিয়েছে, যারা পরবর্তীতে ডাক বিভাগের বিধি কর্মচারী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। মূল আবেদনকারীরা পেনশনের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি কারণ তাদের পরিষেবাগুলি যোগ্যতার সময়কালের চেয়ে কম ছিল। পেনশনের অধিকারী হওয়ার জন্য উক্ত বিভাগে বিধিিত চাকরিতে ন্যূনতম পরিষেবা সময়কাল সেন্ট্রাল দেওয়ানীসার্ভিসেস (পেনশন) বিধিমালা, ১৯৭২-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এটি ১০ বছর। আমরা এখন থেকে এই বিধিগুলিকে ১৯৭২ বিধি হিসাবে উল্লেখ করব। এই সমস্ত আবেদনে, বিধি পদে উত্তরদাতাদের চাকরির মেয়াদ ১০ বছরের উক্ত সময়ের তুলনায় সামান্য কম ছিল। ১৯৭২ বিধির ৪৯ (১) বিধিতে বলা হয়েছেঃ-

"কোনও সরকারি কর্মচারী দশ বছরের যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরি শেষ করার আগে এই বিধির বিধান অনুযায়ী অবসর নিলে, যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরির প্রতিটি পূর্ণ ছয় মাসিক সময়ের জন্য অর্ধ মাসের পারিশ্রমিকের হারে সার্ভিস গ্র্যাচুইটির পরিমাণ গণনা করা হবে।"

৪)গ্রামীণ ডাক সেবকদের পরিষেবাগুলিকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য পৃথক বিধি রয়েছে, যাদের ডাক বিভাগে অতিরিক্ত-বিভাগীয় এজেন্ট হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। বর্তমান বিধিগুলি যা আমাদের সামনে উদ্ধৃত করা হয়েছে তার শিরোনাম গ্রামীণ ডাক সেবক (আচরণ ও ব্যস্ততা) বিধি, ২০১১ (২০১১ বিধি)। পিঅ্যান্ডটি অতিরিক্ত বিভাগীয় এজেন্ট (আচরণ ও পরিষেবা) বিধি, ১৯৬৪ ছিল যা গ্রামীণ ডাক সেবক (আচরণ ও কর্মসংস্থান) বিধি, ২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার আগে একই ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রচলিত ছিল। এই বিধিগুলি শেষ পর্যন্ত ২০১১ বিধিগুলিকে পথ দেখায়। জিডিএসগুলি সম্ভবত সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত পদে চিহ্নিত করা হয়েছে, সম্ভবত তাদের নিযুক্ত কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এগুলি হল ইডিএমসি, ইডি-প্যাকার, বিভাগীয় রানার, ইডিডিএ এবং জিডিএস।এই পদবিগুলির মধ্যে শেষটি গ্রামীণ ডাক সেবকদের সংক্ষিপ্ত রূপ যা তারা বর্তমানে হিসাবে পরিচিত।

৫)আমাদের সামনে যে প্রধান মামলাটি উত্থাপিত হয়েছে তা হল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, কটক বেঞ্চে ও. এ. নং. ৬০৯/২০১০ হিসাবে নিবন্ধিত গন্ডিবা বেহরা কর্তৃক দায়ের করা একটি আবেদন। উক্ত আবেদনকারীকে বিধিিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিল উড়িষ্যা রাজ্যের বালাসোর বিভাগে জি. ডি. এস হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তিনি ১৯৯৯ সালের ২৫শে মে পর্যন্ত সেই পদে কাজ চালিয়ে যান, যে তারিখ থেকে তিনি যথাযথ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিধিিত চাকরিতে গ্রুপ 'ডি' পদে নিযুক্ত ছিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে তাকে "ডি" গ্রুপের কর্মচারী হিসেবে এই মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল।

তিনি ৩০শে জুন, ২০০৮ তারিখে অবসর গ্রহণের বয়স অর্জন করেন। তবে, গ্রুপ 'ডি' পদে ন্যূনতম ১০ বছর যোগ্যতা অর্জনের যোগ্যতা সম্পন্ন চাকরি সম্পন্ন না করার কারণে তার পেনশনের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। ৬ই জুলাই, ২০১১ তারিখে গৃহীত এক আদেশের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীর আবেদন বহাল রাখে যে, ২০১০ সালের ও.এ. নং ৩১০ (শ্রী গৌরাঙ্গ চৌধুরী সাহু বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা) ট্রাইব্যুনালের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে যোগ্যতা অর্জনের জন্য জিডিএস হিসেবে তার চাকরির কিছু অংশ গণনা করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল গান্দিবা বেহেরার মামলায় রায় ঘোষণা করে এবং নির্দেশ দেয়:-

"এটি উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে নয় যে এই ট্রাইব্যুনালের উপরের আদেশটি ইতিমধ্যে কোনও উচ্চতর আদালত দ্বারা পর্যালোচনা বা বিপরীত করা হয়েছে। উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি গৌরাঙ্গা চ. সাহু (উপরে)-র ক্ষেত্রে এই ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ইতিমধ্যে নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না।অতএব, উত্তরদাতাদের ন্যূনতম দশ বছরের যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরির উদ্দেশ্যে গণনা করার জন্য আবেদনকারীর ইডি চাকরি থেকে পরিষেবার ঘাটতি সময়কাল আনতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী আবেদনকারীকে তাঁর অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে পেনশন ও পেনশন সংক্রান্ত সুবিধাগুলি অবিলম্বে প্রদান করা উচিত, বিশেষত এই আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে; যা ব্যর্থ হলে আবেদনকারী অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে প্রকৃত অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত বকেয়া পেনশন এবং পেনশন বকেয়া ৬ শতাংশের অধিকারী হবেন এবং উত্তরদাতারা সেই কর্মকর্তার কাছ থেকে সুদের পরিমাণ আদায় করতে পারবেন যিনি অর্থ প্রদানে বিলম্ব ঘটানোর জন্য দায়ী বলে প্রমাণিত হবেন।"

৬)২০১৪ সালের ৩ জানুয়ারি ওড়িশা হাইকোর্ট ভারত সরকার এবং ডাক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়ের করা রিট পিটিশনে একটি রায় দিয়ে ট্রাইব্যুনালের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পায়নি। হাইকোর্ট ট্রাইব্যুনালের উক্ত আদেশ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে, মূলত ২০১১ সালের ৬ ডিসেম্বর ডব্লিউ.পি. (সি) নং ১১৬৬৫-এ আদালতের দেওয়া পূর্ববর্তী রায়ের উপর নির্ভর করে।

৭)বাকি আপিলগুলিতে, প্রকৃত বিরোধগুলি একই প্রকৃতির হয়। জড়িত আইনের বিষয়গুলিও প্রায় একই রকম। এই কারণগুলির জন্য, আমরা এই মামলাগুলির প্রত্যেকটি পৃথকভাবে মোকাবেলা করা প্রয়োজন বলে মনে করি, তবে, আমরা পৃথক পৃথক আবেদনের মূল তথ্যগত বৈশিষ্ট্যগুলি একটি ট্যাবুলার আকারে নীচে দিচ্ছিঃ-

ক্রমিক নং	মামলার নম্বর	মূল আবেদনকারীদের চাকরির বিবরণ
১	দেওয়ানী আপিল নং ৮৯৭৯/২০১৪	০৮.০৮.১৯৭০ - জিডিএস পদে যোগদান (২৮ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ৩১.১২.১৯৯৮ - গ্রুপ ডি পদে নিযুক্ত। ৩০.০৬.২০০৮ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৬ মাস, ১ দিন।
২	এসএলপি (সি) নং ৯৭৯/২০১৫	১১.০৮.১৯৬৭ - জিডিএস পদে যোগদান (২৯ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ১৮.১০.১৯৯৬ - গ্রুপ ডি পদে নিযুক্ত। ৩১.০৭.২০০৬ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৮ মাস, ২৭ দিন।
৩	দেওয়ানী আপিল নং ৯৮৮৬/২০১৪	১৪.০৮.১৯৭২ - জিডিএস পদে যোগদান (২৭ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ০৬.০৯.১৯৯৯ - পোস্টম্যান ('গ্রুপ সি' পদে) পদোন্নতি। ২৮.০২.২০০৯ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৫ মাস, ১১ দিন।
৪	দেওয়ানী আপিল নং ৮৬৭৪/২০১৫	১৪.০৯.১৯৭১ - জিডিএস পদে যোগদান (২৮ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ০৪.০৯.১৯৯৯ - গ্রুপ ডি পদে নিযুক্ত। ৩০.১১.২০০৬ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৭ বছর, ২ মাস, ১৩ দিন।
৫	সিসি নং ২০৫৫৭-২০৫৫৮/২০১৫ এসএলপি (সি) নং ---/২০১৫	২৯.০৮.১৯৮১ - ইডিডিএ পদে যোগদান (১৬ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ২৪.১২.১৯৯৭ - গ্রুপ ডি পদে নিযুক্ত। ৩১.০৫.২০০৭ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৫ মাস, ২৩ দিন।
৬	দেওয়ানী আপিল নং ২৮২৫/২০১৬	২৫.০২.১৯৭২ - জিডিএস পদে যোগদান (৩১ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ০৮.০৩.২০০৩ - পোস্টম্যান পদে নির্বাচিত। ৩১.১০.২০১২ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৭ মাস, ২৩ দিন।
৭	দেওয়ানী আপিল নং ৫০০৮/২০১৬	২১.০২.১৯৭৯ - জিডিএস পদে যোগদান (২৯ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ১৩.০৬.২০০১ - পোস্টম্যান পদে যোগদান। ৩১.১০.২০১০ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৪ মাস, ১৮ দিন।
৮	এসএলপি (সি) নং ১৬৭৬৭/২০১৬	০১.০২.১৯৬৩ - জিডিএস পদে যোগদান (২৯ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ৩০.০৬.১৯৯২ - মেল পিওন পদে নিযুক্ত। ৩১.০১.২০০২ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৭ মাস।

৯	দেওয়ানী আপিল নং ৮৩৭৯/২০১৬	০৯.০৬.১৯৬৭ - ইডিএমসি পদে যোগদান (৩৪ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ১২.০৯.১৯৯৭ - পোস্টম্যান পদে কার্যভার গ্রহণ। ৩১.০৩.২০০৭ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৬ মাস, ২০ দিন।
১০	দেওয়ানী আপিল নং ১৫৮০-১৫৮১/২০১৭	১০.০১.১৯৬৩ - অতিরিক্ত বিভাগীয় রানার পদে যোগদান (২৯ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ২৭.০২.১৯৯২ - গ্রুপ ডি পদে যোগদান। ৩১.১২.২০০০ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৮ বছর, ১০ মাস, ৩ দিন।
১১	দেওয়ানী আপিল নং ১০৯-১১০/২০১৭	২২.০৬.১৯৬২ - ইডিএ পদে যোগদান (৩১ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ১৫.১১.১৯৯৩ - গ্রুপ ডি পদে যোগদান। ৩১.০৩.১৯৯৭ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৫ বছর, ৪ মাস, ১৫ দিন।
১২	দেওয়ানী আপিল নং ১০৩৫৫/২০১৬	২৫ বছর ইডিডিএ পদে কাজ করেছেন। ০৯.১১.২০০১ - পোস্টম্যান পদে নির্বাচিত এবং নিযুক্ত। ৩০.০৬.২০১১ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৭ মাস, ২১ দিন।
১৩	দেওয়ানী আপিল নং ১০৮০১/২০১৬	জুলাই ১৯৭২ - ইডিএমসি পদে যোগদান (২৭ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ১৫.০৯.১৯৯৯ - গ্রুপ ডি পদে যোগদান। ৩১.০৫.২০০৯ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৮ মাস, ১৬ দিন।
	১৪(i).দেওয়ানী আপিল নং ৯৫১৮-২০/২০১৭	১৪.০৭.১৯৭২ - জিডিএস পদে যোগদান (৩০ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ২৫.১১.২০০২ - গ্রুপ ডি পদে যোগদান। ৩০.০৬.২০১২ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৭ মাস, ৬ দিন।
	১৪(ii).	০৫.১১.১৯৭৩ - ইডিএমসিএ পদে যোগদান (২৩ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ১৭.০৪.১৯৯৭ - পোস্টম্যান পদে যোগদান। ৩১.১২.২০০৬ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৮ মাস, ১৫ দিন।
	১৪(iii).	০১.১১.১৯৭১ - ইডিএম-এল পদে যোগদান (২৮ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ০৩.১১.১৯৯৯ - গ্রুপ ডি পদে যোগদান। ৩১.০৭.২০০৯ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৮ মাস, ২৯ দিন।
১৫	এসএলপি (সি) নং ৩২৮৮১/২০১৮	২৫.০১.১৯৭১ - ইডিএমপি পদে যোগদান (২৮ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ২৭.১১.১৯৯৯ - গ্রুপ ডি পদে যোগদান। ৩১.০৮.২০০০ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৯ বছর, ৭ মাস, ১৯ দিন।
১৬	এসএলপি (সি) নং ৬৫৪৪/২০১৯	২১.০৭.১৯৭২ - ইডিডিএ পদে যোগদান (৩১ বছর ধরে কাজ করেছেন)। ০৬.০৮.২০০৩ - গ্রুপ ডি পদে যোগদান। ৩০.০৬.২০১১ - অবসরপ্রাপ্ত। কাজের যোগ্য সময়কাল: ৭ বছর, ১০ মাস, ৯ দিন।

৮)আপীলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী গন্ডিবা বেহরা (উপরে)-র ক্ষেত্রে উড়িষ্যা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে প্রধানত এই ভিত্তিতে সমর্থন করেছেন যে জি. ডি. এস হিসাবে গৃহীত পরিষেবাকে বিধিিত পরিষেবার সাথে তুলনা করা যায় না। জি. ডি. এস-এর পরিষেবার কাজের সময় কম (৩ থেকে ৫ ঘন্টার মধ্যে)। গ্রামীণ ডাক সেবক (জি. ডি. এস) হিসাবে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তাও একই সাথে অন্য কোনও পেশা চালিয়ে যাওয়ার অধিকারী।আপীলকারীদের পক্ষ থেকে ইথাসকেও তুলে ধরা হয়েছে যে গ্রামীণ ডাক সেবকদের পরিষেবাগুলি একটি ভিন্ন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আদালতের উচিত নয় নিয়োগকর্তার ক্ষমতায় প্রশাসন বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে একটি নির্দিষ্ট দলের কর্মচারীদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন পরিষেবা বিধি তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া।

৯)ডাকঘর সুপারিনটেনডেন্ট ও অন্যান্যরা বনাম পি.কে. রাজাম্মা [(১৯৭৭) ৩ এসসিসি ৯৪] মামলায় বলা হয়েছে যে ডাক বিভাগের সাথে যুক্ত অতিরিক্ত বিভাগীয় এজেন্টরা বেসামরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতিরিক্ত বিভাগীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে জারি করা বরখাস্ত আদেশের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩১১ অনুচ্ছেদের প্রযোজ্যতা নিয়ে কাজ করার সময় এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল। চেত রাম বনাম জিত সিং [(২০০৮) ১৪ এসসিসি ৪২৭] মামলায়, এই আদালত একজন জিডিএস একজন সরকারি কর্মচারী কিনা সেই প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখেছে। পাঞ্জাব রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইন, ১৯৯৪ অনুসারে নগর পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার জন্য জিডিএসের যোগ্যতা সম্পর্কিত একটি বিরোধে এই বিষয়টি এই আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য আসে। আদালতের মতামত ছিল যে এই ধরনের এজেন্টরা বেসামরিক পদে অধিষ্ঠিত সরকারি কর্মচারী। ডি.এস. নাকারা এবং অন্যান্যরা মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়। উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে ভারত ইউনিয়ন [(১৯৮৩) ১ এস.সি.সি.৩০৫] উদ্ধৃত করে তাদের এই অবস্থানের সমর্থনে বলা হয়েছিল যে দুই ধরণের পেনশনভোগীর মধ্যে কোনও বৈষম্য করা যাবে না।

১০)গ্রুপ 'ডি' কর্মচারীদের একটি দল ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের এখতিয়ারের আহ্বান জানিয়ে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল এই আপিলগুলির বিষয়-বিষয়গুলির অনুরূপ সুবিধা চেয়ে। সেই পিটিশনটি রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ১৭/২০০৯ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। সেই রিট পিটিশনে জড়িত বিধিটি ছিল ডাক বিভাগ, (মাল্টি-টাস্কিং স্টাফ) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১০। জিডিএসদের দেওয়ানীপদের ধারক হিসাবে ঘোষণা করার জন্য উক্ত বিধিে নির্দিষ্ট বিধান ছিল তবে তারা বিধিিত দেওয়ানীসার্ভিসের বাইরে ছিল।৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে জারি করা একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়, যার মাধ্যমে রিট আবেদনকারীদের নয়াদিল্লির কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রিন্সিপাল বেঞ্চে আবেদন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে, ট্রাইব্যুনালের প্রধান বেঞ্চের সামনে তিনটি আবেদন দায়ের করা হয়। এগুলি ও. এ. নম্বর. ৭৪৯/২০১৫,৩৫৪০/২০১৫ এবং ও. এ. নম্বর. ৬১৩/২০১৫ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। পৃথক পৃথক জি. ডি. এস-এর আবেদনগুলি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। এই বিষয়ে সিদ্ধান্তটি ১৭ নভেম্বর ২০১৬-এ দেওয়া হয়েছিল (বিনোদ কুমার সাক্সেনা ও অন্যান্যরা বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্যরা) এবং ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়েছিলঃ -

"(ক) সমস্ত গ্রামীণ ডাক সেবকদের জন্য, যাদের বিধি গ্রুপ 'ডি" কর্মী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, গ্রামীণ ডাক সেবক হিসাবে ব্যয় করা সময়কাল পেনশনারি সুবিধার উদ্দেশ্যে মোটামুটি গণনা করা হবে।

(খ)গ্রামীণ ডাক সেবক হিসেবে অবসর গ্রহণকারী সকল গ্রামীণ ডাক সেবকদের, যারা বিধি গ্রুপ 'ডি' কর্মী হিসেবে নিয়োগ ছাড়াই গ্রামীণ ডাক সেবক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন, সিসিএস (পেনশন) বিধি, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে পেনশন প্রদান করা হবে, তবে পেনশনের জন্য গণনা করা সময়কাল গ্রামীণ ডাক সেবক হিসেবে ব্যয় করা সময়কালের ৫/৮ ভাগ হবে। সেই অনুযায়ী বিধি ৬ সংশোধন করা হবে।

(গ) গ্রামীণ ডাক সেবক (আচরণ ও সম্পৃক্ততা) বিধি, ২০১১, উপরে বর্ণিত বিধি ৬ ব্যতীত বৈধ বলে গণ্য করা হচ্ছে।

(ঘ) বিধি কর্মচারীদের জন্য উপলব্ধ বেতন ও ভাতা এবং অন্যান্যরা সুবিধার বিষয়ে বিধি কর্মচারীদের সাথে সমতার জন্য গ্রামীণ ডাক সেবকদের দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

১১)আমাদের মধ্যে একজনের সভাপতিত্বে এই আদালতের একটি বেঞ্চ (মাননীয় উস্টিস রঞ্জন গগৈ) ২০১৫ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ১৩৬৭৫-১৩৬৭৬ (ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম নিবন্ধক অ্যান্ড অ্যান্ট)-এ ২৪শে নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুরূপ একটি প্রশ্ন পরীক্ষা করেছেন। সেই আপিলের বিরোধের পরিধি রায়ের নিম্নলিখিত উত্তরণ থেকে প্রদর্শিত হবেঃ-

"২ নং উত্তরদাতা অর্থাৎ এন. এস. পুনসামি ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ডাক বিভাগে অতিরিক্ত বিভাগীয় প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছিলেন। তাঁকে ২ নং আই. ডি-তে বিধিিত করা হয়েছিল এবং ১ নং আই. ডি-তে অবসর নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় উত্তরদাতা নয় বছর এবং দুই মাসের চাকরি শেষ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে কোনও পেনশন দেওয়া হয়নি। অতএব, তিনি লর্ড ট্রাইবুনেলের কাছে যান যা নির্দেশ দেয় যে অতিরিক্ত বিভাগীয় প্রতিনিধি হিসাবে এই কর্মচারীদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করা হবে যাতে তারা পেনশনের জন্য যোগ্যতার পরিষেবার প্রয়োজনীয় সময়কাল অর্থাৎ ১০ বছর উপার্জন করতে সক্ষম হয়। ক্ষুব্ধ হয়ে, ভারতীয় ইউনিয়ন একটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় যার মধ্যে এই আপিলগুলি উত্থাপিত হয়েছে।"

১২)১৯৯১ সালে ডিওপিটি-র জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা এই নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, কোনও অতিরিক্ত বিভাগীয় এজেন্টের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবা তার সময়ের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পেনশনের অধিকারের উদ্দেশ্যে বিধিিত পরিষেবার সময়কালে যুক্ত করা হবে। তবে, আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, কেন্দ্রীয় সরকার সেই আবেদনে ২ নং উত্তরদাতাকে বিধিিত পেনশন মঞ্জুর করার আদেশ জারি করেছিল।

১৩)ভারতীয় ইউনিয়নর আপিল মঞ্জুর করে, এটি এই দ্বারা স্থির হয়েছিল, সেই ক্ষেত্রে আদালতঃ-

"ভারতের আপিলকারী-ইউনিয়ন ১৯৯১ সালের ডিওপিএন্ডটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা আচ্ছাদিত অতিরিক্ত বিভাগীয় এজেন্টরা পূর্ণকালীন নৈমিত্তিক কর্মচারী বলে উল্লেখ করে একটি ২৬.১০.২০১৫ তারিখে অতিরিক্ত হলফনামা দাখিল করেছে, যেখানে দ্বিতীয় উত্তরদাতা একজন খণ্ডকালীন নৈমিত্তিক কর্মচারী এবং ১৯৬৪ সালে প্রণীত এবং ২০০১ ও ২০১১ সালে সংশোধিত তার পরিষেবা পরিচালনাকারী বিধিের অধীনে, উত্তরদাতা নং ২-এর মতো কর্মচারীদের প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে পরিষেবা প্রদান করতে হয়। তাদের নিয়োগের সময় তাদের একটি অঙ্গীকার দিতে হয় যে তাদের পরিবারকে সমর্থন করার জন্য তাদের আয়ের বিকল্প উৎস রয়েছে।ভারতীয় ইউনিয়নের মতে, এই ধরনের কর্মচারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা হল দেশের দূরবর্তী গ্রামগুলির ঠিকানাগুলিতে পৌঁছানো যেখানে একটি বিধিিত ডাকঘর স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ একটি কার্যকর প্রস্তাব নয়। উপরোক্ত বিধিগুলির বিধানগুলির দিকেও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে যাতে এই ধরনের কর্মচারীরা পেনশনের অধিকারী না হন তবে তারা এক্স-গ্রেশিয়া গ্র্যাচুইটি এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া অর্থ প্রদানের অধিকারী হন।

ডিওপিএন্ডটি প্রজ্ঞাপন , ১৯৯১, যা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রত্যয়িত লর্ড ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত নির্দেশের ভিত্তি গঠন করে, তা পূর্ণকালীন নৈমিত্তিক কর্মচারীদের সাথে সম্পর্কিত যে বিভাগে দ্বিতীয় উত্তরদাতা অন্তর্ভুক্ত নয় এবং উপরে উল্লিখিত হিসাবে উত্তরদাতার পরিষেবার শর্তগুলি পরিচালনাকারী বিধির বিধানগুলি বিবেচনা করে, আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছি যে বিতর্কিত নির্দেশগুলি ল্যামড ট্রাইব্যুনাল দ্বারা পাস করা উচিত ছিল না এবং হাইকোর্ট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। বিষয়টি নীতি এবং জড়িত আর্থিক প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। তা ছাড়া, উপরে উল্লিখিত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বিরোধিত নির্দেশাবলীতে হস্তক্ষেপ করা এবং ভারত ইউনিয়ন কর্তৃক দায়ের করা এই আপিলগুলিকে মঞ্জুর করা যথাযথ বলে মনে করি।

তবে, আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে প্রদত্ত পেনশন এই আদেশের দ্বারা প্রভাবিত হবে না এবং উক্ত উত্তরদাতা আইনের বিধান অনুসারে পেনশনের সুবিধা উপভোগ করতে থাকবেন।

১৪)উত্তরদাতারা ২০১১ সালের বিধিমালার ৬ নম্বর ধারাটিও উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে:-

"সেবকরা কোনও পেনশনের অধিকারী হবেন না। তবে, তারা এককালীন গ্র্যাচুইটি বা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্য কোনও অর্থ প্রদানের অধিকারী হবেন।"

এই বিশেষ বিধি , যা এই শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরি পেনশন-অযোগ্য করে তোলে, তা ১৭ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে প্রদত্ত একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নয়াদিল্লির কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের প্রধান বেঞ্চ কর্তৃক অসাংবিধানিক বলে বাতিল করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞ আইনজীবী এই আপিলের শুনানিকালে আমাদের অবহিত করেছেন যে ট্রাইব্যুনালের উক্ত সিদ্ধান্তকে ভারত ইউনিয়ন ২০১৮ সালের ডাব্লিউ.পি. (সি) নং ৮৩২ হিসাবে নিবন্ধিত একটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে দিল্লি হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে। আমাদের আরও জানানো হয়েছে যে উক্ত রিট পিটিশনে দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক এখনও কোনও কার্যকর আদেশ পাস করা হয়নি। ২০১৭ সালের দেওয়ানীআপিল নং ১০৯-১১০-এর রায়ে, ১৯৬৪ সালের বিধির একটি অনুরূপ বিধান, যার প্রকরণ ৪ ছিল, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট কর্তৃকও বাতিল করা হয়েছে। যদিও জিডিএস-এর চাকরি পেনশনযোগ্য ছিল না, এই বিষয়টি এই আদালত ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম রেজিস্ট্রার এবং আরেকজন (উপরে) মামলায় বিবেচনা করে, জিডিএস-এর আবেদন কেন এই আদালত খারিজ করে দেয় তার মূল কারণ এটি ছিল না। আমরা উপরে আপিল মঞ্জুর করার যুক্তি সম্বলিত উক্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি পুনরুত্পাদন করেছি। এই আপিলের বিচারের জন্য, যে কার্যধারায় জিডিএস-এর চাকরি পেনশনযোগ্য নয় এমন বিধি বাতিল করা হয়েছে তা খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয়। এই রায়ে আমরা যে বিতর্কের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তা হল, জিডিএস হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন ডাক বিভাগের একজন বিধিতে কর্মীর চাকরির সময়কাল গণনা করা হবে কিনা, যাতে তিনি পেনশন পাওয়ার যোগ্য হবেন কিনা।

১৫)পেনশনভোগীদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও কৃত্রিম বৈষম্য হতে পারে না এই যুক্তির সমর্থনে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে ডি. এস. নাকারা (উপরে)-র মামলার উপর নির্ভর করা হয়েছে।

কিন্তু ডি.এস. নাকারার (উপরে) মামলার বাস্তব প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সেই ক্ষেত্রে যে বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তা ছিল অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের দুটি সেটের সাথে সম্পর্কিত, যাদের অবসর গ্রহণের তারিখের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল এবং একটি সেটের পেনশনের আরও ভাল শর্ত ছিল। পি. কে. রাজাম্মা (উপরে) এবং চেত রাম (উপরে)-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগুলি এই প্রস্তাবের জন্য যে উত্তরদাতারা জি. ডি. এস হিসাবে দেওয়ানীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তবে আবার এই কর্তৃপক্ষের অনুপাত বিধিিত চাকরিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিষেবা বিধি দ্বারা পরিচালিত পদে জি. ডি. এস দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাগুলিকে একত্রিত করার জন্য প্রয়োগ করা যাবে না।অন্য যে কর্তৃত্বের উপর উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে নির্ভরতা রাখা হয়েছে তা হল ২০১৭ সালের ২৩শে আগস্ট হাবিব খান ও উত্তরাখণ্ড রাজ্য ও অন্যান্যদের (২০১৮ (১) এস. এল. আর. ৭২৪ (এস. সি)) মামলায় এই আদালতের একটি রায়। এই মামলাটি উত্তরাখণ্ড রাজ্যের এক কর্ম-অভিযুক্ত কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্কিত অনুরূপ বিরোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যিনি পেনশন মঞ্জুরের প্রশ্নের ভিত্তিতে বিধিিত পদে যোগ্যতাসম্পন্ন পরিষেবা গণনা করার জন্য সেই পদে তাঁর চাকরি গণনা করতে চেয়েছিলেন। এই রায়টি দুই বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারাও দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে মহামান্য বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, তাঁর প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে, সদস্য ছিলেন।পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং অন্য ওয়াই. নাকা সিং এবং আরেকজন [(২০১০) ৪ এস. সি. সি ৩১৭]-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়ের পরে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী মামলাটি পাঞ্জাব রাজ্যের সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগে নিযুক্ত কাজের জন্য চার্জ করা কর্মচারীদের অনুরূপ দাবির কারণে উদ্ভূত হয়েছিল। পাঞ্জাব দেওয়ানীসার্ভিস বিধির প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি রাজ্য সরকারের অধীনে অস্থায়ী বা কার্যনির্বাহী পরিষেবাকে কোনও বাধা ছাড়াই অনুমতি দেয় যার পরে একই বা অন্য পদে নিশ্চিতকরণকে যোগ্যতা পরিষেবা হিসাবে সম্পূর্ণরূপে গণনা করা হয় তবে কাজের জন্য চার্জ করা প্রতিষ্ঠানে পরিষেবার সময়কাল বাদ দেওয়া হয়। পূর্বোক্ত বিধিটি পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চ দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল।তবে নাকারা সিং (উপরে) এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত দুটি সার্কুলারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যা পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডের কর্মচারী হিসাবে পেনশন সুবিধা গণনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের একজন কর্মচারীর দ্বারা প্রদত্ত চাকরির সময়কাল গণনা করার অনুমতি দেয়। এই আপিলের বিবাদীদেরও কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। উল্লিখিত শ্রেণীর কর্মচারী, অর্থাৎ কর্মচারী কর্মচারীরা নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিযুক্ত এবং তাদের বেতন এবং ভাতা এই কাজের জন্য প্রযোজ্য। তবে জিডিএস হিসাবে উতরদাতাদের কাজের পরিধি ছিল খণ্ডকালীন।

তাদের অন্যান্যরা পেশায় নিয়োজিত থাকার স্বাধীনতা ছিল, যদিও তারা যে কাজে জড়িত ছিল তাতে স্থায়ীত্বের একটি উপাদান ছিল। তারা যে জি. ডি. এস হিসাবে নিযুক্ত ছিল যা দেওয়ানি পদগুলি গঠন করেছিল তা বোঝায় যে তাদের পুরো সময়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত পরিষেবাকে জি. ডি. এস হিসাবে তাদের পরিষেবার সম্প্রসারণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। পরবর্তী পরিষেবাটি বিভিন্ন কর্মসংস্থান বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন পরিষেবা বিধি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। বিধিিত পদে কোনও কর্মচারীর নির্বাচনও পূর্ব-তারিখযুক্ত হতে পারে না কারণ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করতে বিলম্ব হয়েছিল। ২০১৬ সালের দেওয়ানীআপিল নং ৫০০৮, ২০১৬ সালের এসএলপি(সি) নং ১৬৭৬৭, ২০১৬ সালের দেওয়ানীআপিল নং ৮৩৭৯ এবং ২০১৬ সালের দেওয়ানীআপিল নং ১০৮০১-এ আপিলের বিষয়বস্তুতে হাইকোর্টের এই রায়ের সাথে আমরা একমত নই। কোনও নির্দিষ্ট আইনি বিধানের অভাবে কোনও নির্দিষ্ট পদে কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ কৃত্রিমভাবে এইভাবে বাড়ানো যাবে না।

১৬)ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম নিবন্ধক এবং আপিলকারীর (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, সেই ক্ষমতার মধ্যে পরিষেবা গণনার জন্য জি. ডি. এস দ্বারা করা অনুরূপ একটি আবেদন বিশেষভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এই আপিলের সেটটিতে উত্তরদাতাদের যোগ্যতার পরিষেবার প্রয়োজনীয়তার ফাঁক পূরণ করার জন্য জি. ডি. এস হিসাবে রেন্ডার করা পরিষেবার সময়কালের গণনা নির্দিষ্ট করে এমন কোনও নির্দিষ্ট ইউল বা এমনকি প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি নেই। একমাত্র বিজ্ঞপ্তি যার উপর উত্তরদাতারা জোর দিয়েছিলেন তা ছিল ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তি যা ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম নিবন্ধক এবং অ্যান্ট (উপরে)-এর ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছিল।যেহেতু জি. ডি. এস-এর পদটি পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান গঠন করে না, তাই উক্ত বিজ্ঞপ্তির সুবিধাগুলি উত্তরদাতাদের সহায়তা করতে পারে না। সুতরাং, একই পদে কর্মরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত থাকার কারণে, আমরা মনে করি না যে আমরা হাবিব খান (উপরে) মামলায় প্রদত্ত রায়ের অনুপাতটি উতরদাতাদের আবেদনের সমর্থনে প্রয়োগ করতে পারি। ১৭ জুন, ২০১১ তারিখে কর্ণাটক হাইকোর্টের একটি অপ্রকাশিত রায়ও উতরদাতাদের পক্ষে উদ্ধৃত করা হয়েছে যা ডাব্লিউ.পি. নং ৮১৬৯৯/২০১১ ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা বনাম দাত্তাপ্পা মামলায় দেওয়া হয়েছিল। এই রায় পেনশন সম্পর্কিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য অতিরিক্ত বিভাগীয় এজেন্ট হিসাবে চাকরির সময়কাল গণনা করার পক্ষে গিয়েছিল এবং কর্ণাটক হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই ভিত্তিতে রায় দিয়েছে যে সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যে, নিয়োগটি ধারাবাহিক প্রকৃতির ছিল এবং এটি এমন ছিল না যেন এটি এক পরিষেবা থেকে অন্য পরিষেবায় ছিল। কিন্তু, এই দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালত কর্তৃক ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য বনাম রেজিস্ট্রার এবং অ্যানিমেটর (উপরে) ক্ষেত্রে গৃহীত হয়নি।

১৭)উতরদাতাদের মামলাটিও এই যে, ১৯৭২ সালের বিধিমালার ধারা ৪৯(৩) অনুসারে, যদি তারা ৯ বছর ৩ মাসের বেশি নিয়মিত চাকরিতে কর্মরত থাকেন, তাহলে

যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাদের অতিরিক্ত সময়কাল গণনা করার অধিকার থাকবে। উক্ত বিধি ৪৯(৩) উল্লেখ করে: -

"যোগ্যতাসম্পন্ন পরিষেবার দৈর্ঘ্য গণনায়, তিন মাস এবং তার বেশি সমতুল্য একটি বছরের ভগ্নাংশকে পূর্ণ অর্ধ-বছর হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন পরিষেবা হিসাবে গণ্য করা হবে।"

যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এক বছরের মধ্যে যদি কোনও কর্মচারী ছয় মাসের বেশি সময় ধরে কাজ করে থাকেন, তবে মোট কর্মসংস্থানের মেয়াদ দুটি কিস্তিতে এক অর্ধ বছরের দ্বিগুণ হিসাবে গণনা করা উচিত এবং এক বছর পরিষেবাতে যুক্ত করা উচিত। কিন্তু উক্ত বিধির সরল পাঠে, আমাদের দৃষ্টিতে এই ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। বিধিটি 'এক বছরের ভগ্নাংশে ৩ মাসের বেশি' পরিষেবার ক্ষেত্রে এককালীন সুবিধা বিবেচনা করে।

১৯৭২ সালের বিধিমালার ৮৮ নং বিধি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা বিভাগকে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অযৌক্তিক কষ্ট রোধ করতে যে কোনও বিধিের কার্যকারিতা শিথিল করার ক্ষমতা দেয়। ৮৮ নং বিধিতে বর্ণিত এই বিধানে বলা হয়েছেঃ -

"৮৮)শিথিল করার ক্ষমতা।

যদি সরকারের কোনও মন্ত্রক বা বিভাগ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, এই বিধিগুলির প্রয়োগ কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে অযৌক্তিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে সেই মন্ত্রক বা বিভাগ, ক্ষেত্রমত, লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার কারণে, সেই বিধিের প্রয়োজনীয়তাগুলি এমন পরিমাণে এবং ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে মামলাটি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রম ও শর্ত সাপেক্ষে বাতিল বা শিথিল করতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পেনশন ও পেনশনভোগী কল্যাণ দপ্তরের সম্মতি ব্যতীত এই ধরনের কোনও আদেশ দেওয়া হবে না।

উক্ত বিধিমালার অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ অবশ্য নির্বাহীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রের মধ্যে আসে। আপীলকারীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, যদি যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরিতে সামান্য ঘাটতির প্রতিটি ক্ষেত্রে শিথিল করার এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তবে এটি একটি অন্তহীন অনুশীলন গঠন করবে।

১৯)যোগ্যতাসম্পন্ন পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত উপরোক্ত বিধিগুলির বিধানগুলি বিবেচনা করে, আমাদের মতে, জি. ডি. এস বা অন্যান্যরা অতিরিক্ত বিভাগীয় এজেন্ট হিসাবে উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাগুলি পেনশন মঞ্জুরের প্রশ্নের ভিত্তিতে ডাক বিভাগের অধীনে বিধি পদে তাদের যোগ্যতা পরিষেবাগুলি গণনা করার জন্য ফ্যাক্টর করা যাবে না।

এছাড়াও উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেকেই তাদের বিধিিত চাকরির মেয়াদে সামান্য ঘাটতির কারণে পেনশন পাচ্ছেন না। এটি পেনশন মঞ্জুরের জন্য সহানুভূতিশীল বিবেচনার দাবি রাখে। কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষমতা বা এখতিয়ার এমন কোনও আইনি নীতির সন্ধান করতে পারি না যা তাদের চাকরির মেয়াদে আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করতে আমাদের অনুমতি দিতে পারে, কাজের সময়কাল যা তারা জি. ডি. এস বা তার রূপ হিসাবে প্রদান করে। একই সময়ে, আমরা আরও দেখতে পাই যে ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম নিবন্ধক এবং আরেকজন (উপরে), যদিও সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত (উত্তরদাতা নং, ২) নয় বছর এবং দুই মাসের পরিষেবা সম্পন্ন করেছিলেন, ভারত ইউনিয়ন তাকে বিধি পেনশন প্রদানের আদেশ পাস করেছিল।২০১৫ সালের ২৪শে নভেম্বর জারি করা আদেশে এই আদালত তাঁর পেনশন রক্ষা করেছিল যদিও ভারতীয় ইউনিয়ন র আপিল অনুমোদিত হয়েছিল।

২০)যে কারণগুলি নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি, সেগুলির জন্য আমাদের অভিমত হল যে, আপিলের অধীনে প্রদত্ত রায়গুলি টিকিয়ে রাখা যাবে না। আইনের অধীনে এমন কোনও বিধান নেই যার ভিত্তিতে জি. ডি. এস হিসাবে উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার কোনও সময়কাল পেনশন মঞ্জুরের প্রশ্নের ভিত্তিতে যোগ্যতার পরিষেবার সময়কাল পূরণের উদ্দেশ্যে ডাক বিভাগে তাদের বিধি মেয়াদে যুক্ত করা যেতে পারে।

২১)আমরা এটাও মনে করি যে, কর্তৃপক্ষকে ১৯৭২ সালের বিধিমালা অনুযায়ী যোগ্যতার বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা শিথিল করার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তাদের মামলাগুলি বিবেচনা করা উচিত, যদি তারা ৮৮ নং বিধিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তগুলি এই মামলাগুলির যে কোনও একটিতে পূরণ হয়েছে বলে মনে করে। আমরা আপীলকারীদের এই অবস্থান গ্রহণ করি না যে, কেবল এই অনুশীলনটি দীর্ঘায়িত হবে বলে ৮৮ নং বিধির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। উক্ত বিধিমালাটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, এবং যদি বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর জন্য অযৌক্তিক কষ্ট হয়, তবে তাদের সমস্ত মামলাগুলি বিবেচনা করা উচিত।যদি কোনও ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের পেনশন আদেশ ইতিমধ্যে জারি করা হয়ে থাকে, তবে তা বিঘ্নিত হবে না, যেমনটি ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম নিবন্ধক ও আনার (উপরে)-এর ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা, তদনুসারে, এই আপিলগুলি অনুমোদন করি এবং আপিলের অধীনে রায়গুলি বাতিল করি, নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষেঃ-

(i) যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা ডাক বিভাগ ইতিমধ্যে কোনও উত্তরদাতাকে পেনশনের জন্য কোনও আদেশ জারি করে থাকে, তবে এই পেনশনকে বিঘ্নিত করা উচিত নয়। এই নির্দেশ জারি করার সময়, আমরা সেই পথ অনুসরণ করছি যা এই আদালত কর্তৃক ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা বনাম নিবন্ধক ও আরেকজন ক্ষেত্রে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

(ii) অন্যান্য উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে, যাঁদের এ. পেনশনের জন্য কোনও আদেশ জারি করা হয়নি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বিবেচনা করতে পারে যে ১৯৭২ সালের বিধির ৮৮ নম্বর বিধির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন পরিষেবা বিধি শিথিল করা যেতে পারে কিনা।

২২) এই আপিলগুলিতে গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, তা বাতিল হয়ে যাবে। সমস্ত সংযুক্ত আবেদন নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

২৩) খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ থাকবে না।

নিধি জৈন

আপীল অনুমদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal